কালের কণ্ঠ

2 9 DEC 2013

নিজ সন্তানদের বেলায় মাদ্রাসা নয়, আধুনিক শিক্ষা

আরিফুজ্জামান তুহিন ►

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে 'নাস্তিকদের শিক্ষা' হিসেবে প্রচার করে থাকে জামায়াত। আধুনিক শিক্ষার বিপরীতে দলটি মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে জোর দাবি জানিয়ে আসছে বহুকাল থেকে। কিন্তু এ দলের শীর্ষ নেতাদের সন্তানরা কেউ মাদ্রাসায় পড়ে না। অথচ দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের পরিচালিত মাদ্রাসার দিকে ঠেলে দেয় জামায়াত। সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দলটি এ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের একসময় টেনে নেয় দলে। গরিব ঘরের এই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরই পরে হরতাল, পিকেটিংয়ের সময় পুলিশের গুলির সামনে ঠেলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে জামায়াতের মূল নেতৃত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের সন্তানরা পড়াশোনা করে প্রচলিত, আধুনিক ও তাঁদের ভাষায় 'নাস্তিকদের' শিক্ষায়নে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ভেঙে দেওয়া ও যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তির দাবিতে চলমান সহিংস আন্দোলনে জামায়াতের ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির মাদ্রাসাপড়ুয়া দরিদ্র ঘরের সন্তানদেরই ঠেলে দিচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামনে।

এরই মধ্যে বহু মাদ্রাসাপড়ুয়া শিবিরকর্মী সহিংস আন্দোলন করতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছে। এসব উঠতি বয়সের শিক্ষার্থীকে আন্দোলনের হাতিয়ার বানানো হলেও জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের সন্তানরা মাদ্রাসায় ►► বিশেষ পাতা ৩ ক. ৫

নিজ সন্তানদের বেলায় মাদ্রাসা নয়

►► বিশেষ প্রথম পৃষ্ঠার পর

পড়ে না। এমনকি তারা শিবিরও করে না।

শিক্ষাবিদরা মনে করেন, জামায়াতনেতাদের সন্তানরাই যেহেতু মাদ্রাসায় পড়ে না, কাজেই মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে কথা বলার নৈতিক অধিকার তাঁদের থাকতে পারে না। তাঁরা আরো বলছেন, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবু আলা মওদুদীর পারিবারিক নীতি থেকেই শুরু হয়েছে শিক্ষা নিয়ে জামায়াতের এই দুমুখো রাজনীতি। জানা যায়, মওদুদীর ৯ ছেলে-মেয়ের কেউই মাদ্রাসায় শিক্ষা নেননি। তাঁরা সবাই ইংরেজি মাধ্যমে পড়ালেখা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, সমাজের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতরা এমনিতেই মূলধারার শিক্ষা নিতে পারে না। তারা সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠায়। কারণ মাদ্রাসাগুলোতে থাকা ও খাওয়া ফ্রি। দেশের মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমান শিক্ষানীতির আলোকে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর মাদ্রাসা থেকে শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাদের কর্মসূচিতে ব্যবহার করার প্রসঙ্গে রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, 'মাদ্রাসার একটি বড় অংশে আসলে কী হচ্ছে, কী পড়ানো হচ্ছে, তার কিছুই সরকারের কোনো প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে জানতে পারছে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নাশকতার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

জামায়াতনেতাদের সন্তানরা কেন মাদ্রাসায় পড়ে না—এ বিষয়ে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নির্বাহী সভাপতি শাহরিয়ার কবির বলেন, 'জামায়াতে ইসলামী একটা ভণ্ডদের দল। তারা বলবে মাদ্রাসা শিক্ষা দিতে হবে, কিন্তু নিজেদের ছেলে-মেয়েদের পড়াবে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায়। এ দলের আদর্শিক গুরু মওদুদীর ৯ ছেলে-মেয়ের কাউকেই মাদ্রাসায় পড়ানো হয়নি। অথচ দলটি মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য আন্দোলন করে।' তিনি আরো বলেন, 'জামায়াতনেতাদের ছেলে-মেয়েরা শুধু যে মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে দূরে থাকে তা-ই নয়, তাদের কেউ শিবিরও করে না।'

গোয়েন্দা সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মূলত মাদ্রাসা শিক্ষার বিশেষ 'ফজিলতের' কথা বলে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের নিজেদের নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসায় পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করে জামায়াত। সেখানে কমবয়সী ওই ছেলে-মেয়েদের 'ব্রেনওয়াশ' করে এক পর্যায়ে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। বিভিন্ন আন্দোলনের সময় তাদেরই সামনের কাতারে ঠেলে দেওয়া হয়। অকালে প্রাণ হারায় কৃষক, দিনমজুরসহ আর্থিক সংগতিহীন পরিবারের সন্তানরা। অন্যদিকে দেশের বাইরে আরাম-আয়েশে থেকে নিরাপদে পড়ালেখা করে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের সন্তানরা। শিক্ষা জীবন শেষে তাদের কেউ কেউ ফিরে আসে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ব্যারিস্টার হয়ে। এরপর বসে যায় সমাজের গুরুত্বপূর্ণ পদে।

শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জামায়াতের ভাবনা : জামায়াতে ইসলামীর দাবি, তাদের মূল লক্ষ্য ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করা। ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত, এ বিষয়ে দলটির উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। জামায়াতের শিক্ষা সম্পর্কে অবস্থান হলো দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে।

জামায়াতের সাবেক আমির গোলাম আযমের একটি বই শিবিরের রাজনীতির হাতেখড়ি দেওয়ার সময় পড়ানো হয়। 'শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী রূপরেখা' পুস্তিকার ৭ নম্বর পৃষ্ঠায় গোলাম আযম উল্লেখ করেছেন, 'ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষাই যদি আদর্শ শিক্ষা বলে প্রচারিত হয়, তাহলে এ শিক্ষার ফল দেখে কোনো ইসলামপন্থী লোকই সন্তুষ্টচিত্তে এ ধরনের শিক্ষাকে সমর্থন করতে পারে না।' ওই গ্রন্থের ১২ নম্বর পৃষ্ঠায় গোলাম আযম উল্লেখ করেন, 'পাশ্চাত্য মতাদর্শে বিশ্বাসীরা মানুষকে অন্যান্য পশুর ন্যায় গড়ে তুলবার উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করেছেন। এ শিক্ষা দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব।' ২১ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, 'এদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের গোটা পরিবেশ একেবারেই ইসলামবিরোধী।'

জামায়াতের শীর্ষ নেতার এ বইটি শিবিরের প্রতিটি স্তরে পড়ানো হলেও বাস্তবে জামায়াতনেতারা তাঁদের সন্তানদের মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করেননি।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের মতামত নিয়ে 'শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণয়ন করে। এ শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে জামায়াত-শিবির রাজধানীসহ সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশসহ বেশ কিছু কর্মসূচি পালন করে। সে সময় জামায়াত ও শিবিরের পক্ষ থেকে শিক্ষানীতি ২০১০ সম্পর্কে বলা হয়, 'এ শিক্ষানীতিতে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চিন্তা ও বিশ্বাসের পুরোপুরি প্রতিফলন হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন প্রজন্ম তৈরি করতেই এ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে। এ ধরনের শিক্ষানীতি জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির সোপান হতে পারে না।'

গোলাম আযমের ছয় ছেলের একজনও মাদ্রাসায় পড়েনি। বড় সন্তান আবদুল্লাহ বিন মামুন আল আযমী, দ্বিতীয় ছেলে আবদুল্লাহ বিন আমিন আল আযমী, তৃতীয় ছেলে আবদুল্লাহ বিন মোমেন আল আযমী, চতুর্থ ছেলে আবদুল্লাহ বিন আমান আল আযমী, পঞ্চম ছেলে আবদুল্লাহ বিন নোমান আল আযমী ও ষষ্ঠ ছোট ছেলে আবদুল্লাহ বিন সালমান আল আযমী পড়ালেখা করেছেন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায়। তারা কেউ জামায়াতের রাজনীতিতেও আসেননি। শিক্ষা শেষে ছয় ছেলেই চাকরি করছেন দেশি-বিদেশি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে। এর মধ্যে আবদুল্লাহ বিন আমান আল আযমী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ২০০৯ সালে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে কর্মরত অবস্থায় তাঁকে বরখাস্ত করা হয়।

যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামীর চার ছেলে, দুই মেয়ে। তাঁদের মধ্যে কেউ মাদ্রাসায় পড়েননি। নিজামীর বড় ছেলে তারেক নিজামী একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, দ্বিতীয় ছেলে খালেদ নিজামী পাকিস্তান থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি নিয়েছেন। তৃতীয় ছেলে মোমেন নিজামী ইংল্যান্ডে বার এট ল' পড়ছেন। ছোট ছেলে তালহা একটি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। নিজামীর দুই মেয়েই মোহসিনা ও খাদিজা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন।

আরেক শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদের তিন ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে সবাই পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত। বড় ছেলে আলী আহমেদ, দ্বিতীয় ছেলে আহমেদ আহকিক, মেজো ছেলে আহমেদ মাবরুর ও একমাত্র মেয়ে তামরিনা পড়ালেখা করেছেন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায়। তাঁরা কেউ মাদ্রাসায় পড়েননি। শিবিরও করেন না।

মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়া জামায়াতের সাবেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লার চার মেয়ে ও দুই ছেলের সবাই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় লেখাপড়া করেছেন। কাদের মোল্লার বড় মেয়ে আমাতুল্লাহ পারভীন, বড় ছেলে হাসান জামিল, মেজো মেয়ে আমাতুল্লাহ শাহীন, মেজো ছেলে হাসান মওদুদ, সেজো মেয়ে আমাতুল্লাহ নাসরীন ও ছোট মেয়ে আমাতুল্লাহ নাজনীনের মধ্যে কেউ-ই মাদ্রাসায় পড়েননি।

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ের কেউই মাদ্রাসায় পড়েননি। ছেলেদের মধ্যে হাসান ইকবাল ওয়ামী, হাসান ইকরাম, হাসান জামান, হাসান ইমাম ও আহম্মদ হাসান জামান এবং একমাত্র ছোট মেয়ে আতিয়ার পড়াশোনা আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মীর কাসেম আলীর পাঁচ সন্তানের (২ ছেলে, ৩ মেয়ে) কারোরই মাদ্রাসায় পা পড়েনি। বড় ছেলে মোহাম্মদ বিন কাসেম সালমান, মেজো ছেলে মীর আহমেদ বিন কাসেম আরমান, বড় মেয়ে হাসিনা তাইয়্যেবা, মেজো মেয়ে সুমাইয়া রাবেয়া ও ছোট মেয়ে তাহেরা হাসনিন পড়ছেন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। মেজো ছেলে মীর আহমেদ বিন কাসেম লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেছেন।

জামায়াতের সাবেক এমপি শাহজাহান চৌধুরীর দুই মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে তানজিলা আক্তার চৌধুরী ও ছোট মেয়ে শেরিফা আক্তার চৌধুরীর পড়াশোনা হয়েছে প্রচলিত ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।